❋ সুধীজন স্বাগত ❋

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী আয়োজিত

An Online News Bulletin for Preservation and Promotion of Bengali Language and Culture. An initiative of the Bengal Association, Delhi

Total pages 15 Date of publishing - 10th March '2023

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ-২৬১

ASSOCIATION SAMBAD

March - 2023 Volume 24 No.4

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন

www.bengalassociation.com

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail : bengalassociation1819@gmail.com

সম্পাদকের কলমে

বাতাসে বহিছে প্রেম, নয়নে লাগিল নেশা
কারা যে ডাকিল পিছে! বসন্তে এসে গেছে...

রাজধানী শহরে, প্রেমের বার্তা নিয়ে ঋতুরাজ বসন্ত প্রায় সর্বত্র বিরাজমান। চোখ কান খোলা রাখলেই, ইতিউতি জানান দিচ্ছে, এই পলাশের মাসে, বহমান মাতাল হাওয়া বহু বাঙালির তৃষিত হৃদয়ে আনন্দ ঢেউ তুলেছে। কিশোর কিশোরীর প্রজাপতি মন, নেশাতুর নয়নযুগল যেন বলতে চাইছে, 'আজি এ বসন্ত দিনে বাসন্তী রঙ ছুঁয়েছে মনে, মনে পড়ে তোমাকে ক্ষণে ক্ষণে চুপি চুপি নিঃশব্দে সঙ্গোপনে।' পরিযায়ী পাখিরাও প্রণয়ী খুঁজে ভালোবাসার পৃথিবী গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছে। ফাগুনের মোহনায়, মন হারানোর ঠিকানায়, প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে, কিছুটা রঙ মাখামাখি করে, শহরে পালিত হয়েছে, নান্দনিক বসন্ত উৎসব, রঙিন আবীরে রাঙা হয়ে দেখা গেছে প্রাতঃকালীন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ইতিহাসের পাতায় জানা যায়, প্রাচীনকালে পাথরে খোদাই করা একটা ভাস্কর্যে এবং আমাদের বেদ পুরাণেও এই বসন্ত উৎসবের ব্যাপারে অনেক কিছুই বর্ণিত রয়েছে। মোগল সম্রাট, আকবর যে ১৪টি উৎসবের প্রবর্তন করেন তার মধ্যে বসন্ত উৎসব ছিল অন্যতম একটা উৎসব। সমগ্র দেশ জুড়ে সামাজিক লোকাচার বা ধর্মের ছুঁতমার্গ ব্যাতিরেখে অনেকক্ষেত্রেই পালিত হয়, হোলি মিলন বা দোল উৎসব। যদিও বাঙালি জাতি মূলত মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের স্মরণেই দোল উৎসবে মেতে উঠতে ভালোবাসেন। আমাদের পরমপ্রিয় রবিঠাকুর, এই বসন্ত ভাবনাকে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার আকুলতায়, নিজস্ব ছন্দে গেঁথে রচনা করেছেন 'ঋতুনাট্য'। যে নাটকটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন দুখু মিয়াঁ কাজী নজরুল ইসলামকে। বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের কলাকুশলীরা, আজও কবিগুরু স্মরণে, বসন্ত ভাবনার এই আদিরূপকে আঁকড়ে ধরেই, বসন্ত উৎসব পালনে ব্রতী হন।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন নিজস্ব সংবাদ

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ষোড়শতম চলচ্চিত্র উৎসব, অসামান্য সাফল্যের সাথে পালিত হল। কিংবদন্তী পরিচালক মৃণাল সেনের শতবর্ষকে বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে এবারের নিবেদনে উপস্থিত ছিলেন আমাদের ব্র্যান্ড এম্বাসেডর স্বনামধন্য অভিনেত্রী এবং নৃত্যশিল্পী শ্রীমতি মমতা শঙ্কর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, এই মুহূর্তে বাংলার হার্টথ্রব আবির চট্টোপাধ্যায়।

এছাড়াও, টলিউডের ব্যতিক্রমী অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। সিনে উৎসবের প্রথম দিনে শমীক ভট্টাচার্য পরিচালিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'আস্তরণ' প্রদর্শনের মাধ্যমে উৎসবের শুভ সূচনা হয়। এরপর রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের জীবন ও কর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি বায়োপিক 'ঝরাপালক' দেখানো হয় উৎসবের বিশেষ ছবি হিসাবে। এই ছবিটিতে ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসে, জয়া আহসান সেরা ক্রিটিক, বেস্ট কস্টিউম সুলগ্না চৌধুরী এবং সেরা চিত্রনাট্যের মনোনয়ন পেয়েছিলেন পরিচালক সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ে 'পরিচালকের সাথে মুখোমুখি' শীর্ষক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'ঝরাপালক' সিনেমার পরিচালক শ্রী সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুদক্ষ সঞ্চালনায়, উপস্থিত দর্শকদের কাছে মনোগ্রাহী করে তোলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অনুজ, বিশিষ্ট কবি এবং সাংবাদিক সৈয়দ হাসমত জালাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলনের পর মুক্তধারা মঞ্চে চাঁদের হাট বসেছিল, মমতা শঙ্কর, চন্দ্রোদয় ঘোষ, সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ হাসমত জালাল, শ্যামল দত্ত, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এনটিপিসি (NTPC) প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর শ্রী উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে। মঞ্চে উপস্থিত সম্মানীয় অতিথিদের সম্মাননা প্রদান করেন বেঙ্গল অ্যাসেসিয়েশনের সভাপতি শ্রী তপন সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী, পরামর্শদাতা শ্রী তপন রায়, সহ সভাপতি শ্রী উৎপল ঘোষ, গৌরপদ সরকার এবং শুভাশীষ গুপ্ত মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন, সিনে উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী দেবমাল্য ব্যানার্জী এবং শ্রীমতি আরাধনা জানা। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে শ্রদ্ধেয় মৃণাল সেনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ওনার বিখ্যাত ছবি 'একদিন প্রতিদিন' প্রদর্শিত হয়। এরপর 'মধ্যবিত্ত জীবনের ময়না তদন্ত' শীর্ষক একান্ত আলাপচারিতায় শ্রীমতী মমতা শঙ্কর, নানা অজানা তথ্যে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটির দক্ষ সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী সমৃদ্ধ দত্ত। অনুষ্ঠানের শেষদিনে বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রী আবির চট্টোপাধ্যায়ের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে ছিলেন রাজধানী শহরের বিশিষ্ট লেখক শ্রী সুমন্ত কুমার ভৌমিক।

এবারের সিনে উৎসবে পাঁচটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দর্শক মহলে দারুণভাবে আদৃত হয়েছিল। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে প্রদর্শিত হয়, সংগীতা দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'সান অফ দ্য ইস্ট অ্যাওয়ার্ডস' এ ভূষিত 'হোম কামিং - দুর্গা' এই বহু প্রশংসিত ছবিটি। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন, রাজধানী শহরের বিশিষ্ট নাট্য

ব্যক্তিত্ব অপর্ণা ব্যানার্জী, সর্বা ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে। এরপর বরেণ্য পরিচালক মৃণাল সেনের অন্বেষণে রাহুল মুখার্জী, মানস নন্দ এবং বিশ্বজ্যোতি ঘোষের 'মৃণালের সন্ধানে' ছবিটি দেখানো হয়। এই ছবিতে রাণা মিত্র এবং দীপ্তেশ দাসকে অভিনয়ে দেখা গেছে। উৎসবের সমাপ্তির দিনে পুলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'ডানা' এবং রাজেশ্বর রুদ্র পরিচালিত 'বাল বাল বাঁচে' এই দুটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হয়। উল্লেখ্য 'বাল বাল বাঁচে' ছবিটি IFP 50 ঘন্টা চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতা, প্রধান ৩০টি ছবির আন্তর্জাতিক বিভাগে সেরা গল্প হিসাবে মনোনীত হয়েছে। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সংযুক্তা বাগচি এবং প্রধান সম্পাদনায় ছিলেন গৌরব গাঙ্গুলী।

শোক সংবাদ

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য এবং প্রাক্তন সভাপতি শ্রী দেবাশীষ বাগচীর প্রয়াণে দিল্লির সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে শোকের ছায়া নেমে আসে। তিনি ইউনিয়ন একাডেমী স্কুলের সভাপতি এবং লেডি আরউইন স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য হিসাবে যুক্ত ছিলেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

রাজধানী শহরের অনন্য শৈলীর চিত্রশিল্পী এবং মুদ্রণকার শ্রী জগদীশ দে'র প্রয়াণে আমরা দিল্লিবাসী শোকস্তব্ধ। তিনি ১৯৬৫ সালে কলেজ অফ আর্ট, দিল্লির একজন ফ্যাকাল্টি সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। তিনি প্রখ্যাত ভারতীয় শিল্পী যেমন মনজিৎ বাওয়া, উমেশ ভার্মা এবং গোকালদেম্বি, এনাদের সাথে একসাথে কাজ করেছিলেন। তিনি ওনার শিল্পী জীবনে ললিতকলা একাদেমী, সাহিত্যকলা পরিষদ সহ দেশ বিদেশের বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উনি ওনার জীবদ্দশায়, দেশ বিদেশ মিলিয়ে শতাধিক গ্রুপ প্রদর্শনী এবং তাজ আর্ট গ্যালারী, জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী সহ দিল্লি এবং কলকাতায় বিভিন্ন নামী আর্ট গ্যালারীতে ১৩টি একক প্রদর্শনী করেছেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

প্রবীণ থিয়েটার কর্মী এবং শনিচক্রের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী সুনীল ঘোষের প্রয়াণে দিল্লির নাট্যজগতের শিল্পীমহল শোকস্তব্ধ। তিনি বঙ্গীয় সমাজ থিয়েটার গ্রুপের একজন বলিষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন এবং ধূমকেতু দলের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তিনি দিল্লি বাংলা থিয়েটারের বিশ্বকোষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ওনার বিদেহী আত্মার শান্তিকামনা করছি।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য এবং সিনে উৎসব ২০২৩ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী দেবমাল্য ব্যানার্জীর পিতা, শ্রী অমিয় কুমার ব্যানার্জীর আকস্মিক প্রয়াণে, আমরা অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সকলে শোকাহত। আমরা ওনার পিতার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

আনন্দ সংবাদ

আমরা দিল্লি শহরের এক বাঙালি ছেলের আন্তর্জাতিক পরিসরে বিখ্যাত হওয়ার কাহিনী শোনাবো। মাত্র ৩৬ বছরের দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের ছেলে শ্রী শৌনক সেন, 'অল দ্যাট ব্রেদস' নামক একটা ডকুমেন্টারী ছবি বানিয়ে ২০২২ সালে সানড্যান্স ফিল্ম ফেস্টিভালে ওয়ার্ল্ড সিনেমা ডকুমেন্টারি প্রতিযোগিতায় গ্র্যান্ড জুরি পুরস্কার জিতে নিয়ে আন্তর্জাতিক উৎসব সার্কিটে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া ছবিটি ২০২২ সালে কান ফিল্ম ফেস্টিভালে সেরা তথ্যচিত্রের জন্য গোল্ডেন আই পুরস্কার জিতেছে। সবথেকে আনন্দের খবর 'অল দ্যাট ব্রেদস' সেরা ডকুমেন্টারি ফিচারের জন্য একাডেমি পুরস্কারের জন্যও মনোনয়ন পেয়েছে। দেশ বিদেশের বহু নামি পুরস্কারে ভূষিত হয়ে, প্রায় সকলেই এখন দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের ছেলে শৌনক সেন এর অন্তর্নিহিত চলচ্চিত্র ভাবনা, তার মেজাজ ও রূপক নিয়ে আলোচনা মশগুল। শৌনক দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে জহর লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। শৌনকের একাডেমিক এবং পেশাগত কাজের ধারাকে সমর্থন করে বিভিন্ন নামী সংস্থা যার মধ্যে ২০১৩ সালে ফিল্ম ডিভিশন অফ ইন্ডিয়া ডকুমেন্টারি ফেলোশিপ, ২০১৪ সালে CSDS-সারাই ডিজিটাল এবং সোশ্যাল মিডিয়া ফেলোশিপ, ২০১৬ এবং ২০১৮ সালে প্রো হেলভেটিয়া রেসিডেন্সি এবং চার্লস ওয়ালেস ফেলোশিপ লাভ করেছেন। এমনকি তিনি ২০১৮ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইআরসি আরবান ইকোলজিস প্রকল্পে ভিজিটিং স্কলার হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরা দিল্লির এবং দেশ বিদেশের বাঙালিরা সকলেই গর্বিত। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শৌনক সেন-এর সৃষ্টিশীল জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য বৃদ্ধি কামনা করি।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক ডাঃ তপন মুখার্জী তিনদিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হয়ে গতমাসে মণিপুরে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটি রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল শহরের সিটি কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। কনক্লেভটি যৌথভাবে আয়োজন করেছিল, ইনস্টিটিউট অফ বায়োরিসোর্সেস অ্যান্ড সাসটেইনবেল ডেভেলপমেন্ট (আইবিএসডি), ইম্ফল এবং

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর এথনোফার্মাকোলজি, সুইজারল্যাণ্ড থিমের অধীনে 'রি-ইমাজিন এথনোফার-ম্যাকোলজি: ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনের বিশ্বায়ন।' এই আন্তর্জাতিক কনক্লেভ চলাকালীন দেশের প্রায় ৩৫ জন বিজ্ঞানী জৈব সম্পদ এবং ঐতিহ্যগত মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিদেশ থেকে ৪৫ জন বিজ্ঞানী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রায় দুই শতাধিক বক্তৃতা হয়। দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডাঃ জিতেন্দ্র কুমার সিংহ এই কনফারেন্সের শুভ সূচনা করেন। ডাঃ তপন মুখার্জী কনফারেন্স এ বিভিন্ন সাইন্টিফিক সেশন চেয়ার, প্যানেল ডিসকাসন এবং বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করেন। ডাঃ মুখার্জীর কাজের প্রশংসা করে ওনাকে বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অসংখ্য শুভকামনা রইল।

গত ৪ঠা মার্চ, চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দির সোসাইটি, তাদের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে, আমাদের প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনকে সম্মানিত করেছে। আমাদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা স্মারক গ্রহণ করেছেন।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্যা এবং উৎসব কমিটির আহ্বায়ক শ্রীমতী আরাধনা জানার কনিষ্ঠ পুত্র অনিকেত জানা, কানেক্টিকেট স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এমএস পাস করে, সম্প্রতি ফ্লোরিডাতে একটা নামকরা কোম্পানিতে যোগদান করে, কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে। আমাদের সকলের শুভকামনা ও আশীর্বাদ সাথে থাকল।

ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বাংলা বইমেলা

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনে আয়োজিত দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বাংলা বইমেলা আগামী ১৬-১৯শে মার্চ বেলা ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দিল্লির গোল মার্কেটের কাছে পেশোয়া রোড গৃহ কল্যাণ কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে আয়োজিত হতে চলেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা সমিতির সদস্য সঞ্জীব সান্যাল, সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্রীড়া সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সব্যসাচী সরকার। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম এবং বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০টি প্রকাশক/পুস্তক বিক্রেতা উপস্থিত থাকবেন। এই মেলায় যেমন অংশগ্রহণ করছে আনন্দ পাবলিশার্স, দেজ, পত্র ভারতী, মিত্র ও ঘোষের মতো বড় প্রকাশক, তেমনই অভিযান, সৃষ্টিমুখ, দ্য ক্যাফে টেবিল, লিরিকাল, গুরুচণ্ডালী, ইতিকথা, খোয়াই বা খসড়া খাতার মতো নবীন এবং

উদ্যমী প্রকাশকও সামিল হবেন। কলকাতা এবং দিল্লির কয়েকটি হস্তশিল্প, পরিধান সামগ্রীর সম্ভার নিয়ে স্টল থাকবে। বাঙালি রসনা তৃপ্তিতে, লোভনীয় খাদ্য সম্ভারের স্টলও থাকবে এই বইমেলা প্রাঙ্গণে। এবারের ২০তম বইমেলা উৎসবে, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও প্রকাশক দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্নতাত্ত্বিক ও লেখক দীপন ভট্টাচার্য, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সমৃদ্ধ দত্ত, সাংবাদিক ও কবি অগ্নি রায়, সমাজকর্মী ও লেখিকা শতাব্দী দাশ এবং সমাজকর্মী ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত মঞ্জিরা সাহা সহ উপস্থিত থাকবেন এ বছরের সাহিত্য একাদেমী পুরস্কারে ভূষিত খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসবের সাংস্কৃতিক মঞ্চে, রাজধানী শহরের বিশিষ্ট শিল্পীরা পরিবেশন করবেন উন্নতমানের নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রূপান্তরে নাটক নিয়ে আলোচনায় বসবেন বাদল রায়, রবিশঙ্কর কর এবং শমীক রায়। দলিত সাহিত্যে মিথ নিয়ে আলোচনায় বসবেন বিশিষ্ট দুই সাংবাদিক সমৃদ্ধ দত্ত এবং প্রসেনজিৎ দাসগুপ্ত। সিন্ধু সভ্যতার কথা নিয়ে আলোচনায় থাকছেন দীপন ভট্টাচার্য এবং অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। নারীবাদ এবং নারীবাদী সাহিত্যে ও সমাজে নারীর অবস্থান সংক্রান্ত মুখোমুখি আলোচনায় থাকবেন বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক বৃন্দ। বই হয়ে ওঠার পিছনে প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের ভূমিকা নিয়ে আলাপচারিতায় বসবেন শুদ্ধসত্ব বসু এবং বিশ্বজ্যোতি ঘোষ। সমবেত সঙ্গীতে মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন রাজধানী দিল্লী শহরের ছন্দবাণী, সাম্পান, কলতান, সহচরী এবং গীতভারতী ইত্যাদি নামকরা সঙ্গীতের দলগুলি। এছাড়াও থাকছে আবৃত্তি, গল্পপাঠ, কবিতা পাঠ, নৃত্য আলেখ্য। কলকাতা থেকে সঙ্গীত পরিবেশনে উপস্থিত থাকবেন আরাত্রিকা ভট্টাচার্য্য এবং মেখলা দাশগুপ্ত। দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগীকে সাদর আমন্ত্রণ রইলো। আমাদের মাতৃভাষা সংরক্ষণে এবং প্রসারে, মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহান্তের চার দিন, বাংলা বইমেলায় অংশ নিয়ে এই উৎসবকে সফল করে তোলার আহ্বান জানালাম। অবাধ প্রবেশের মাধ্যমে সকলের আমন্ত্রণ রইলো।

বিশ্ব নাট্য দিবস - বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন

আগামী ২রা এপ্রিল, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এ বছরেও মুক্তধারা মঞ্চে পালন করা হবে, বিশ্ব নাট্য দিবস। বিশ্ব নাট্য দিবসের অধ্যক্ষ শ্রী তরুণ দাস, ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক শ্রী ভক্তি দাস এবং সভাপতি শ্রী সুভাষ কুমার বোস জানিয়েছেন, রাজধানী শহরের নামকরা নাট্যদলগুলি যেমন সৃজনী, চিত্তরঞ্জন পার্ক বঙ্গীয় সমাজ, আমরা কজন, চেনামুখ, স্বপ্ন এখন, রুম থিয়েটার

দক্ষিণায়ন নাট্য গাষ্ঠী দ্বারকা সহ আরও অনেকগুলো নাট্য দল ওই বিশেষ দিনে ওনাদের নাটক মঞ্চস্থ করবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নজর রাখবেন আমাদের ফেসবুক পেজে।

রাজধানী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সংবাদ

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ইম্প্রেসারিও ইন্ডিয়া এবং স্বরছন্দ গোষ্ঠীর উদ্যোগে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অন্যান্য গান নিয়ে আসর জমিয়ে তুলেছিলেন, কলকাতার নবীন কণ্ঠ শিল্পী অভিষেক ব্যানার্জী।

গত ১-২ মার্চ, দিল্লির আইসিসিআর-এর উদ্যোগে, মৈত্রেয়ী পাহাড়ির অসামান্য নৃত্য পরিচালনায়, ছয়টি ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং সাতটি লোকনৃত্যকে আবদ্ধ করে সারা দেশ জুড়ে, শতাধিক শিল্পীর সমন্বয়ে বসন্ত উৎসব পালিত হয়েছে, দিল্লির তাজ প্যালেস হোটেলে।

গত ৭ই মার্চ, দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের চিত্তরঞ্জন ভবন মেমোরিয়াল প্রেক্ষাগৃহে ‘রবিগীতিকা’র সহশিল্পীবৃন্দ প্রস্তুত করেন বসন্ত নাট্য। অনুষ্ঠানটি খুবই উন্নতমানের হওয়ায় উপস্থিত দর্শকের কাছে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

বসন্ত উৎসব এবং দোল যাত্রার অঙ্গ হিসাবে, চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দির সোসাইটির নৃত্য এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে একটি বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরির আয়োজন করেছিল। এই বছর যেহেতু কালী মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ তাই বেশ ধুমধাম করে হোলি উৎসব পালন করা হয়েছে। প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণকারীদের সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়ে চা এবং নোনতা খাবারের আয়োজন করেছিল।

চিত্তরঞ্জন পার্কের আই ব্লক আয়োজিত দুদিন ব্যাপী বসন্ত উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। নৃত্য, সঙ্গীত, সুস্বাদু খাবারের স্টল সব মিলিয়ে এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

ইন্দিরাপুরমে ‘প্রান্তিক কালচারাল সোসাইটি’র উদ্যোগ চতুর্থতম বসন্তিকা উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। এখানেও এক টুকরো শান্তিনিকেতনের বাতাবরণ খুঁজে নিতে প্রভাতফেরীর মাধ্যমে, মহিলারা নৃত্য পরিবেশন করেছেন এবং পুরুষেরা পাশাপাশি হেঁটে, পুষ্প এবং রঙিন আবির নিক্ষেপের মাধ্যমে উৎসবের আনন্দ খুঁজে নিয়েছেন। তারপর সকলে মিলে বাঙালির প্রিয়, নানা লোভনীয় পদের

সমাহারে মধ্যাহ্নভোজ সেরে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দিরের সুবর্ণজয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানে মুখ্য শিল্পী হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে, ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সারেগামাপা বিজয়ী পদ্মপলাশ হালদার। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্থানীয় শিল্পীদের গানের অনুষ্ঠান ছিল। বাংলা গানের স্বর্ণযুগের কিছু জনপ্রিয় গান পরিবেশনে মুগ্ধ করেন স্থানীয় শিল্পী নন্দিনী ঘোষ দস্তিদার।

আগামী সাংস্কৃতিক সংবাদ

আগামী ১ এপ্রিল সন্ধ্যায়, মান্ডি হাউস সংলগ্ন ত্রিবেণী কলা সঙ্গমে অনুষ্ঠিত হবে, দিল্লির মিত্র মঞ্চ ট্রাস্টের আয়োজন 'মিলেনিয়াল রাগা' শীর্ষক একটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর। পরিবেশনে থাকবেন দেবর্ষি ভট্টাচার্য্য এবং সপ্তক চ্যাটার্জী। বেহালা বাদনে নন্দিনী শঙ্কর এবং হারমোনিয়ামে থাকবেন পারমিতা মুখার্জী। তবলা সঙ্গতে থাকবেন পণ্ডিত আশিস সেনগুপ্ত এবং অভিষেক মিশ্র।

আগামী ২রা এপ্রিল, সুর আলাপ গ্লোবাল মিউজিক সংস্থা, চিত্তরঞ্জন পার্কে বাংলা লোকগীতির উপর শারীরিক কর্মশালা উপস্থাপন করতে চলেছে। সকাল দশটা থেকে বাংলার বিখ্যাত লোকগায়িকা, সুরকার এবং গীতিকার জ্যোৎস্না মন্ডল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, চটকা, শাড়ি, ভাদু/টুসু, ধামাইল, আলকাপ, মহাজানি এবং অন্যান্য রূপ নিয়ে কর্মশালাটি পরিচালনা করবেন।

আগামী ২রা এপ্রিল সকাল ১১টায় দিল্লির ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে, শ্রীমতী মহুয়া প্রামাণিকের পরিচালনায় আনন্দধারা গুরুগ্রাম, কবিগুরুর গানে অনুপ্রাণিত হয়ে 'এই বসন্তে' শীর্ষক একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছেন রাজা রামমোহন রায় মেমোরিয়াল হলে। সুধীজন স্বাগত।

আগামী ২৩শে এপ্রিল দিল্লির গানের তরীর উদ্যোগে মান্ডি হাউস সংলগ্ন এলটিজি প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য শাপমোচন। বিস্তারিত বিবরণ গানের তরীর ফেসবুক পেজে জানতে পারবেন উৎসাহী দর্শকেরা।

অন্যান্য সংবাদ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং হোলি উপলক্ষ্যে পূর্ব দিগন্ত ফাউন্ডেশনের বিশেষ উদ্যোগে নয়ডা ৯৩ সেক্টরে ওমেক্স গ্র্যান্ড আবাসনের পিছনে একটি বস্তি এলাকায়

অভাবী বাচ্ছাদের কথা ভেবে একটা স্থায়ী শিক্ষাদান কেন্দ্র এবং ওখানকার অসহায় মহিলাদের জন্য একটা দক্ষতা এবং স্বনির্ভরতা কেন্দ্র "পূর্বোদয়" চালু করা হয়েছে। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য টিম পিডিএফ-এর পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাই।

আগামী ২৭শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ, দিল্লীর আয়ানগরে মহাকালী মন্দিরে (অর্জনগড় মেট্রো স্টেশনের সন্নিকট) শ্রীশ্রী বাসন্তী দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণান চক্রবর্তী রাজধানী শহরের সকলকে ওনাদের এই পূজায় যোগদানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এছাড়াও তিনি সকলকে পূজা সম্পর্কিত যে কোনও উপাদান দিয়ে এবং অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা এই 8860533381 নম্বরে PAYTM / Gpay করতে পারেন।

একটি বিশেষ আবেদন

দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চল জুড়ে বহমান সাংস্কৃতিক সংবাদ, সঠিক সময়ে আমাদের সংগ্রহে না থাকায়, আমাদের সবার কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যদি আপনারা নিজ নিজ এলাকার সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রত্যেক মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে সযত্নে পাঠিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা আমাদের 'অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ' নামক এই মাসিক ক্ষুদ্রপত্রিকার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য যথাসম্ভব প্রকাশ করে দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ২৮ বাঙালিদের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবো। আমরা আপনার এই সমস্ত সংবাদ, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরাজি এই তিনটির যেকোনো ভাষায় আমাদের কাছে ই-মেল করে (associationsangbad@gmail.com) অথবা হোয়াটস্যাপ মাধ্যমেও (রাজা চট্টোপাধ্যায় 9810484734) পাঠাতে পারেন।

আশাকরি, আপনাদের সকল সদস্যগণ এবং দিল্লি-সংলগ্ন এলাকার, সমস্ত সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমাজসেবামূলক বিভিন্ন বাঙালি সংগঠন,আমাদের এই লক্ষ্যপূরণে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

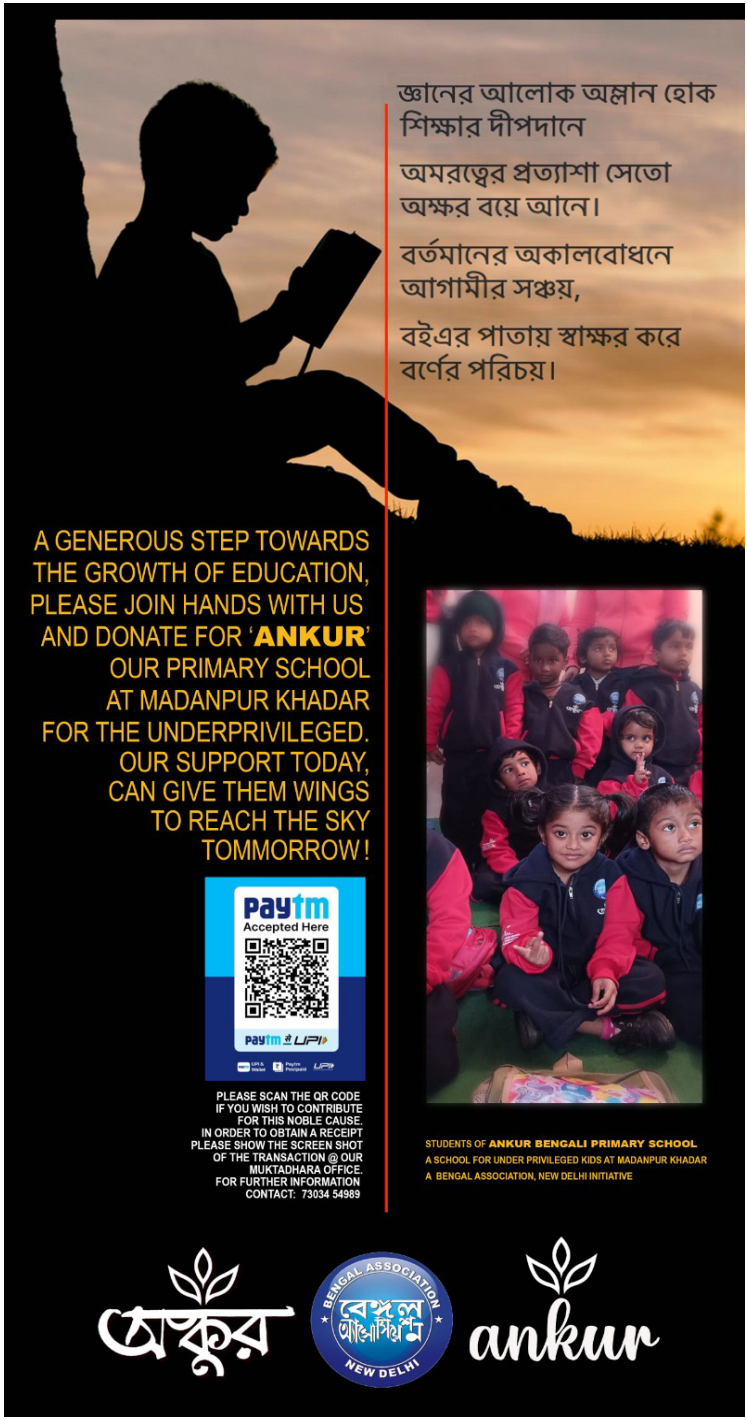
জ্ঞানের আলোক অম্লান হোক
শিক্ষার দীপদানে
অমরত্বের প্রত্যাশা সেতো
অক্ষর বয়ে আনে।
বর্তমানের অকালবোধনে
আগামীর সঞ্চয়,
বইএর পাতায় স্বাক্ষর করে
বর্ণের পরিচয়।
A GENEROUS STEP TOWARDS
THE GROWTH OF EDUCATION,
PLEASE JOIN HANDS WITH US
AND DONATE FOR 'ANKUR'
OUR PRIMARY SCHOOL
AT MADANPUR KHADAR
FOR THE UNDERPRIVILEGED.
OUR SUPPORT TODAY,
CAN GIVE THEM WINGS
TO REACH THE SKY
TOMMORROW!
Paytm
Accepted Here
PLEASE SCAN THE QR CODE
IF YOU WISH TO CONTRIBUTE
FOR THIS NOBLE CAUSE.
IN ORDER TO OBTAIN A RECEIPT
PLEASE SHOW THE SCREEN SHOT
OF THE TRANSACTION @ OUR
MUKTADHARA OFFICE.
FOR FURTHER INFORMATION
CONTACT: 73034 54989
STUDENTS OF ANKUR BENGALI PRIMARY SCHOOL
A SCHOOL FOR UNDER PRIVILEGED KIDS AT MADANPUR KHADAR
A BENGAL ASSOCIATION, NEW DELHI INITIATIVE
অঙ্কুর
BENGAL ASSOCIATION
NEW DELHI
ankur

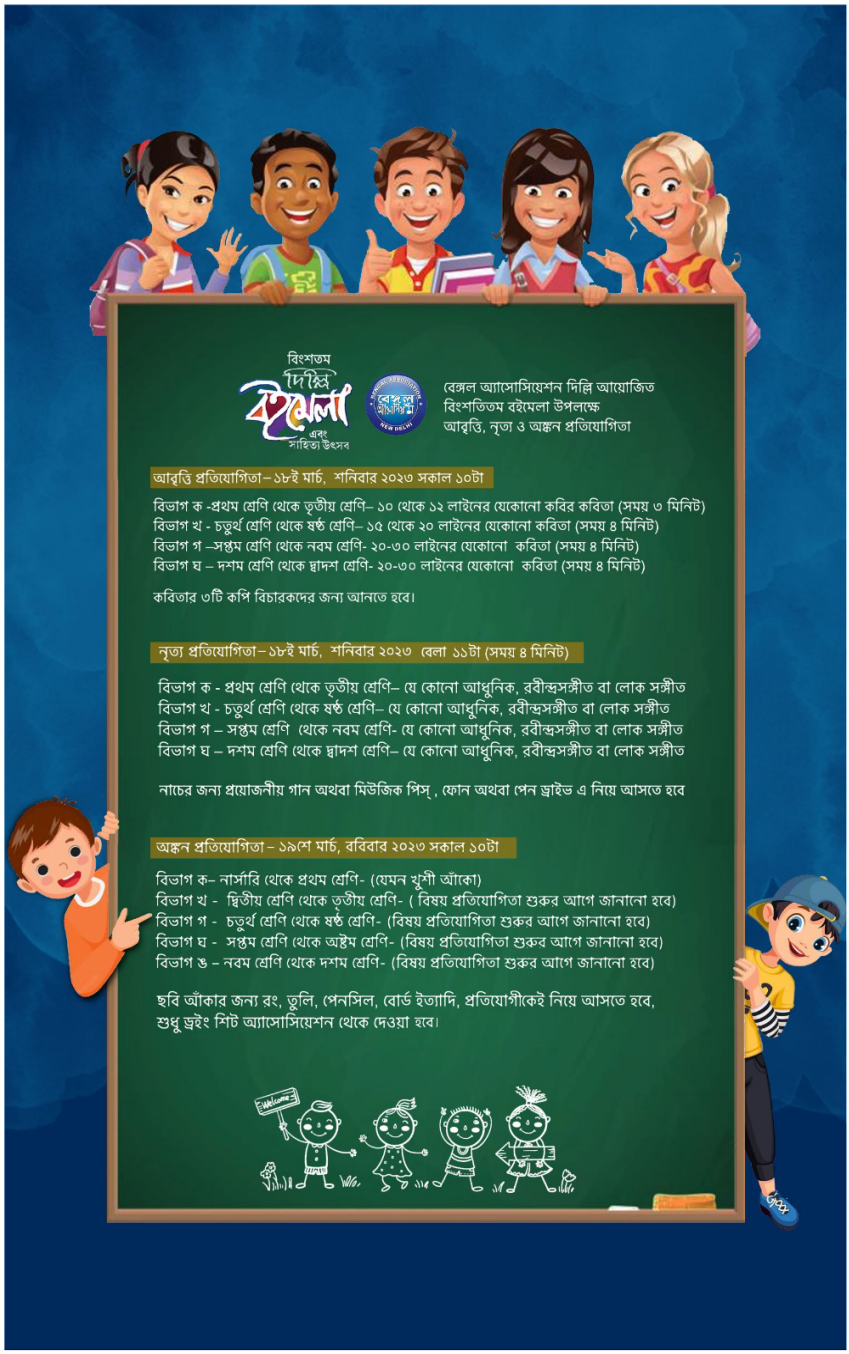
বিংশতম
দিল্লি বইমেলা
এবং
সাহিত্য উৎসব
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন দিল্লি আয়োজিত
বিংশতিতম বইমেলা উপলক্ষে
আবৃত্তি, নৃত্য ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা
আবৃত্তি প্রতিযোগিতা – ১৮ই মার্চ, শনিবার ২০২৩ সকাল ১০টা
বিভাগ ক -প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি– ১০ থেকে ১২ লাইনের যেকোনো কবির কবিতা (সময় ৩ মিনিট)
বিভাগ খ - চতুর্থ শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি– ১৫ থেকে ২০ লাইনের যেকোনো কবিতা (সময় ৪ মিনিট)
বিভাগ গ –সপ্তম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি- ২০-৩০ লাইনের যেকোনো কবিতা (সময় ৪ মিনিট)
বিভাগ ঘ – দশম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি- ২০-৩০ লাইনের যেকোনো কবিতা (সময় ৪ মিনিট)
কবিতার ৩টি কপি বিচারকদের জন্য আনতে হবে।
নৃত্য প্রতিযোগিতা – ১৮ই মার্চ, শনিবার ২০২৩ বেলা ১১টা (সময় ৪ মিনিট)
বিভাগ ক - প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি– যে কোনো আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত বা লোক সঙ্গীত
বিভাগ খ - চতুর্থ শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি– যে কোনো আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত বা লোক সঙ্গীত
বিভাগ গ – সপ্তম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি- যে কোনো আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত বা লোক সঙ্গীত
বিভাগ ঘ – দশম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি– যে কোনো আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত বা লোক সঙ্গীত
নাচের জন্য প্রয়োজনীয় গান অথবা মিউজিক পিস্ , ফোন অথবা পেন ড্রাইভ এ নিয়ে আসতে হবে
অঙ্কন প্রতিযোগিতা – ১৯শে মার্চ, রবিবার ২০২৩ সকাল ১০টা
বিভাগ ক– নার্সারি থেকে প্রথম শ্রেণি- (যেমন খুশী আঁকো)
বিভাগ খ - দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি- (বিষয় প্রতিযোগিতা শুরুর আগে জানানো হবে)
বিভাগ গ - চতুর্থ শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি- (বিষয় প্রতিযোগিতা শুরুর আগে জানানো হবে)
বিভাগ ঘ - সপ্তম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি- (বিষয় প্রতিযোগিতা শুরুর আগে জানানো হবে)
বিভাগ ঙ – নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি- (বিষয় প্রতিযোগিতা শুরুর আগে জানানো হবে)
ছবি আঁকার জন্য রং, তুলি, পেনসিল, বোর্ড ইত্যাদি, প্রতিযোগীকেই নিয়ে আসতে হবে,
শুধু ড্রইং শিট অ্যাসোসিয়েশন থেকে দেওয়া হবে।
Welcome

20th
DILLI
BOIMELA
& LITERATURE FESTIVAL
উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন
সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়,
সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
ও ক্রীড়া সাংবাদিক সব্যসাচী সরকার।
এছাড়াও থাকছেন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও প্রকাশক দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য,
প্রত্নতাত্ত্বিক ও লেখক দীপান ভট্টাচার্য, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সমৃদ্ধ দত্ত,
সাংবাদিক ও কবি অগ্নি রায়, সমাজকর্মী ও লেখিকা শতাব্দী দাশ
এবং মঞ্জিরা সাহা।
এছাড়া সাংস্কৃতিক মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন মেখলা দাশগুপ্ত
এবং আরও অন্যান্যরা।
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার প্রকাশকদের সঙ্গে এবারের আকর্ষণ
বাংলাদেশ থেকে আগত প্রকাশকরা।
থাকছে বাংলার হস্তশিল্প ও পরিধান সামগ্রীর স্টল।

অনুষ্ঠানসূচী ১৩ই মার্চ ২০২৩

৪টে-৬টা	দিল্লির বিভিন্ন আবৃত্তিকারের আবৃত্তি
৬টা-৭টা	গীটার বাদনঃ নীলরঞ্জন মুখার্জি তবলায় পঃ ফতেহ সিং গাঙ্গওয়ানি
৭টা-৭টা ৪০	উদ্বোধনী অনুষ্ঠানঃ উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা সমিতির সদস্য সঞ্জীব সান্যাল, সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্রীড়া সাংবাদিক সবাসাচী সরকার
৭টা ৪০- ৮টা ১০	রেভোলিউশনারিসঃ দা আদার স্টোরি বক্তাঃ সঞ্জীব সান্যাল
৮টা-৮টা ৩০	ফিরে দেখা মুক্তিযুদ্ধঃ বাংলাদেশের বিশিষ্টজনেরা
৮টা ৩০-৯টা	বাংলা গানের ডালিঃ পরিবেশনায় কুমার হিন্দুস্তানি কয়ার

অনুষ্ঠানসূচী ১৪ই মার্চ ২০২৩

১টা-২টা	অঙ্কুরের শিশুদের অনুষ্ঠান
৩টে-৪টে	দিল্লির বিভিন্ন আবৃত্তিকারের আবৃত্তি
৪টে-৪টে ৪০	কবি অমিত গোস্বামীর সঙ্গে কথোপকথন সংযোজনায় অগ্নিভ ঘোষ
৪টে ৪০-৫টা ৩০	সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপঃ সংযোজনায় রিমি মুৎসুদ্দি
৫টা ৩০-৭টা	বাইশ গজের গল্পঃ ক্রিকেট আড্ডায় ক্রীড়া সাংবাদিক সবাসাচী সরকার ও সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্চালনায় সৌরাংশু সিংহ
৭টা-৭টা ২০	নৃত্যানুষ্ঠানঃ সুনয়না সাঁতরা
৭টা ২০- ৮টা	সঙ্গীত পরিবেশনায় আরাত্রিকা ভট্টাচার্য
৮টা-৯টা	লোকসঙ্গীতঃ পরিবেশনায় শম্ভুনাথ সরকার

অনুষ্ঠানসূচী ১৫ই মার্চ ২০২৩

১০টা-১১টা ৩০	আবৃত্তি প্রতিযোগিতা
১১টা ৩০-১টা ৩০	নৃত্য প্রতিযোগিতা
১টা ৩০-৪টে ১০	কবিতা পাঠ ও গল্প পাঠঃ দিল্লির কবি ও গল্পকার
৪টে ১০-৪টে ৪০	গল্পপাঠঃ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য ও কালীপদ চক্রবর্তী। সঞ্চালনায় পৃথা দাস
৪টে ৪০-৫টা	কবিতা পাঠঃ প্রাণ জি বসাক ও কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য। সঞ্চালনায় গোপা বসু
৫টা-৫টা ৪০	সিল্কু সভ্যতার কথাঃ দীপান ভট্টাচার্য। সংযোজনায় অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫টা ৪০-৬টা ২০	আধুনিক বাংলা প্রকাশনাঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। সংযোজনায় সুমন্ত ভৌমিক
৬টা ২০-৭টা ৩০	দুই শহর দুই কবিঃ অগ্নি রায় ও বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। আলাপচারিতায় শৌভ চট্টোপাধ্যায়
৭টা৩০-৮টা	নৃত্য আলেখ্যঃ পরিবেশনায় সেন্ট্রাল নয়ডা পূজা কমিটি (CNPC)
৮টা-৯টা	সঙ্গীত পরিবেশনায় প্রসূন মুখার্জি

অনুষ্ঠানসূচী ১৯শে মার্চ ২০২৩

১০টা-১১টা ৩০	অঙ্কন প্রতিযোগিতা
১১টা ৩০-১টা ৩০	ক্যুইজ প্রতিযোগিতা
১টা ৩০-২টে ১০	বই হয়ে ওঠার পিছনে প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের ভূমিকা কতখানিঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু। আলাপচারিতায় বিশ্বজ্যোতি ঘোষ
২টে ১০-২টে ২০	আবৃত্তিঃ প্রদীপ গাঙ্গুলী
২টে ২০- ৩টে	গ্রাফিক নভেলঃ ভবিষ্যতের গল্প- বিশ্বজ্যোতি ঘোষ। আলাপচারিতায় সমৃদ্ধ দত্ত
৩টে-৪টে ১০	রূপান্তরে নাটকঃ আলোচনায় বাদল রায়, রবিশঙ্কর কর ও শমীক রায়। সঞ্চালনায় নীলাশিস ঘোষ দস্তিদার
৪টে ১০-৫টা	দলিত সাহিত্য মিথঃ সমৃদ্ধ দত্ত। সংযোজনায় প্রসেনজিত দাসগুপ্ত
৫টা-৬টা ৩০	নারীবাদ ও নারীবাদী সাহিত্যঃ সাহিত্য ও সমাজে নারীর অবস্থান। আলোচনায় শতাব্দী দাশ, মল্লিরা সাহা, টুম্পা মণ্ডল, শ্রাবন্তী সেন ও শর্মিষ্ঠা সেন। সংযোজনায় শাশ্বতী গাঙ্গুলি
৬টা ৩০-৭টা	সমবেত সঙ্গীতঃ ছন্দবাণী, সাম্পান
৭টা-৭টা ২০	সমাপ্তি অনুষ্ঠান
৭টা২০-৮টা	বৃন্দগানঃ কলতান, সহচরী ও গীতভারতী
৮টা-৯টা	সঙ্গীতানুষ্ঠানঃ মেখলা দাসগুপ্ত

Editor and Publisher Shri Prodip Ganguly
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Designed & Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487